বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও বাস্তবায়ন

অগ্রগতি এবং করণীয়

সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

০১

১. পটভূমি

০২

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

০৩

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

০৪

জীবন-চক্রভিত্তিক সমন্বিত মূল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংস্কার

০৫

সামাজিক নিরাপত্তা সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

০৬

কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ভূমিকা

০৭

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

০৮

করণীয়

১. পটভূমি

সংবিধানে ১৫(ঘ) ধারার বাধ্যবাধকতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরু হয় খাদ্য ও নগদ অর্থ সাহায্য রিলিফ হিসাবে প্রদানের মাধ্যমে। এক রক্তক্ষয়ী মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে কষ্টার্জিত বিজয় অর্জন ও ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপি প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এবং ক্রমাগত জলবায়ুজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশকে ৭০ দশকে মূলত রিলিফ কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। রিলিফ কাঠামোর পাশাপাশি ৭০ দশকের শেষে সীমিত পরিসরে ও ৮০'র দশকে ব্যাপক আকারে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, সম্পদ, অর্থ প্রদানের সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে। এ সময় অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সুযোগ গড়ে উঠে এবং এই কর্মসংস্থান বিশেষ করে মাটির কাজ যা গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে অবদান রাখে। এরপর ৯০' দশকের পুরোটাই ছিল ব্যাপক আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান ব্যবস্থা থেকে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির সূচনা, যা এখনও বিদ্যমান আছে। এ সময় যে বিশেষ কর্মসূচিগুলো দরিদ্র সাধারণের জন্য নেওয়া হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা (ভিজিএফ), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতা বাড়ানো, ও ক্ষুদ্র ঋণ।

৮০'র দশকে দেখা গেলো যে কেবলমাত্র খাদ্য সহায়তা ক্ষুধা নিবারণে সহায়ক নয়। তাই এ সময় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচিগুলো হাতে নেওয়া হলো। বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) সহায়তায় ভিজিএফ কর্মসূচিকে পরিবর্তন করে আয়বর্ধনমূলক দুঃস্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (আইজিভিজিডি) কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৮৭ ও '৮৮'র দেশব্যাপী প্রলয়ঙ্করী বন্যার প্রেক্ষিতে রাস্তাঘাট, বাঁধ মেরামত, সামাজিক বনায়নসহ বিভিন্ন মাটির কাজের সাথে সম্পর্কিত কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি প্রসারিত করা হয়।

৯০ দশকের প্রথম দিকে নতুন কর্মসূচি যেমন একদিকে নেওয়া হয়, তেমনি খাদ্যের পল্লী রেশন ব্যবস্থা ক্রমে বন্ধ করে দেয়া হয়। এই দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম সময়ে দুঃস্থ জনগোষ্ঠী যেন সরকারের সহায়তা পায়, সে জন্য কার্ড যা ভিজিএফ কার্ড নামে পরিচিত, এমন উদ্ভাবনীপন্থার প্রচলন করা হয়। ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময় দেশব্যাপী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো দেশে সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বয়স্ক, শারীরিকভাবে অক্ষম, ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য মাসিকভাতার প্রচলন করা হয়।

একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে অতীত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে যুক্ত করে দারিদ্রতা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় প্রথমবারের মতো অনেকগুলো কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ গ্রামীণ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরএমপি), ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (ভিজিএফ) কর্মসূচি। এ সময় মঙ্গা ও চর অঞ্চলগুলোকে দারিদ্রের পকেট হিসাবে বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর পরিধি ও আওতা বাড়ানো হয়।
নতুন শতাব্দির প্রথম দশকে আরও কতগলো কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তায় যুক্ত হয়। এগুলো আগে নেওয়া কর্মসূচিগুলোর ধারাবাহিকতার পরিবর্তিত কর্মসূচি যেমনঃ কর্মসংস্থানমূলক দুঃস্থজনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (আইজিভিজিডি), খাদ্য নিরাপত্তা ও দুঃস্থজনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (এফএসভিজিডি), অতি-দরিদ্র চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি (টিইউপি), সরকারের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুযোগ (রিইওপিএ), আরইআরএমপি-সহ আরও অনেক কর্মসূচি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং এনজিও দ্বারা বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। এ সময়ে সহস্রাব্দদের লক্ষ্য অর্জনের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে এনে সমাজে দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণে সহায়ক ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

২. সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে এবং জীবনমানের উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গিকারাবদ্ধ। সরকারের এই অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে জাতীয় সংবিধান, রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে। এসব দলিলে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিগুলোর অভীষ্ট লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য হ্রাসে ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতিকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দারিদ্রের প্রকৃত কারণ উদঘাটন ও তার টেকসই সমাধান। পাশাপাশি, দারিদ্র জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকিতে রয়েছে, তাদের ঝুঁকি কমানোর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের অগ্রযাত্রাকে যাতে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা যায় এ ভাবনাকে সামনে রেখেই সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যাতে জনগণ দারিদ্রের কশাঘাত থেকে বের হয়ে আসতে পারে।

৮০'র দশকে দেখা গেলো যে কেঅতীতের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ১৪০টির বেশি কর্মসূচি ছিল, যা বিভিন্ন খাত, ভৌগলিক অঞ্চল, এবং ৪০টি মন্ত্রণালয় / বিভাগ কতৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা গেছে যে দরিদ্র ও দারিদ্রের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য নেওয়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির চাহিদা, আওতা, ও পরিধি সময়ের সাথে বেড়েছে। কিন্তু তারপরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনও সামাজিক নিরাপত্তা সেবার কার্যক্রমের আওতায় আসতে পারেনি।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর খণ্ড খণ্ডভাবে বিভিন্ন সংস্থা কতৃক বাস্তবায়ন করার কারণে এগুলোর বাজেট বরাদ্দ আকারে বেশ ছোট। স্বাভাবিকভাবে, সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা প্রাপ্তির পরিমাণও কম। সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বাড়লেও সুবিধাভোগী নির্বাচনে ত্রুটি থাকার কারণে এ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে ২৪.৫ শতাংশ পরিবার বলেছে যে ৩০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তত যে কোনো একটি থেকে তারা উপকৃত হয়েছে। এসব পরিবারের মধ্যে ৮২ শতাংশ দরিদ্র ও দরিদ্র ঝুঁকিগ্রস্থ শ্রেণীভুক্ত এবং প্রায় ১৮ শতাংশ সচ্ছল শ্রেণীভুক্ত।

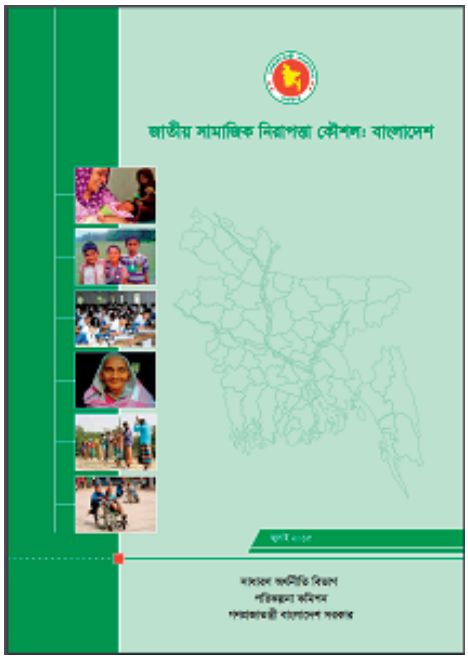

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি খুবই কম। অধিকন্তু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ নামমাত্র সামাজিক ভাতা সুবিধা পেয়ে থাকে। বিদ্যালয়গামী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি সর্বোচ্চ হলেও তারা যে ভাতা পায় তা পরিমাণে খুবই কম। মাথাপিছু টাকার অংক কম এমন একটি সমস্যা যা বাংলাদেশের সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দেখা যায়।

এ জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয় যে, বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান বিপদাপন্নতার ব্যপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সুসংহত ও সমন্বিত 'সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র' তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১১ সালে ঢাকায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর ঘোষণা থেকে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিনির্মাণের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়।

১০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে মন্ত্রিসভা বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, যা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিষয়ক 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি' (বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি) এর তত্ত্বাবধনে প্রণীত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পত্রের খসড়া প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে একটি রূপরেখা ও ১০টি পটভূমিপত্র প্রণয়ন এবং পর্যালোচনা করা হয়। কৌশল পত্রের রূপ ও বিষয়বস্তু নির্ধারণে এবং খসড়া প্রণয়নে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ১৫টি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা, আলোচনা সভা, ও সংলাপ আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা ২০১৫ সালের জুন মাসের মন্ত্রিসভা বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সদয় অনুমোদন প্রদান করে এবং ওই বছরের নভেম্বর মাসে এই কৌশলটি পত্রটি জাতীয়ভাবে অবমুক্ত করা হয়। সকলের মতামত গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলটি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় এবং দেশজ প্রয়োজন বিবেচনায় প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উত্তরণ ঘটবে এটিকেও গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, দশ বছর মেয়াদি (২০১৫-২০২৫) এই কৌশল পত্রটির বাস্তবায়নে মূল্যায়ণেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সকল যোগ্য বাংলাদেশীদের জন্য এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা দারিদ্র ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে কার্যকর ভাবে প্রতিরোধ করবে, এবং বৃহত্তর মানব উন্নয়ন, কাজের সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রথম পাঁচ বছরের জন্য কৌশল পত্রটির লক্ষ্য হলো আরও দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করবে, সেবা প্রদান ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ করবে এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন দ্বারা সমাজের চরম দারিদ্র ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্থদের অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যকরভাবে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল যে সকল বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তা হলোঃ বর্তমানের ব্যবস্থার জায়গায় একটি সমন্বিত উদ্দিস্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা যা ত্রুটিমুক্ত ও সকলে ভোগ করতে পারবে; মূল সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমগুলো যেন সমাজের অতি দরিদ্র, প্রান্তিক এবং অতি দুঃস্থ জনগণের জন্য আওতায় সহজলভ্য হয়; দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিগুলো বর্ধিত করা, যেমন, ‘আমার বাড়ি, আমার খামার’ এ ধরনের কর্মসূচি; অতি দরিদ্র দুঃস্থ মহিলা, শারীরিকভাবে অক্ষম, এবং শিশুদের আয়মূলক কর্মসূচি নিশ্চিত করা; সামাজিক বীমা ব্যবস্থা চালু করা যাতে জনগণ তাদের সামাজিক নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করতে পারে; শহর এলাকায় দুঃস্থদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি করা; এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

জীবনচক্রভিত্তিক সমন্বিত মূল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কেন গ্রহণ করা হলো, এটি বর্ণিত চিত্র লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে। কৌশলগত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর প্রায় ৬৫ শতাংশ জীবনচক্র সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করার চেষ্টা করে।

৪. জীবন–চক্রভিত্তিক সমন্বিত মূল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংস্কার

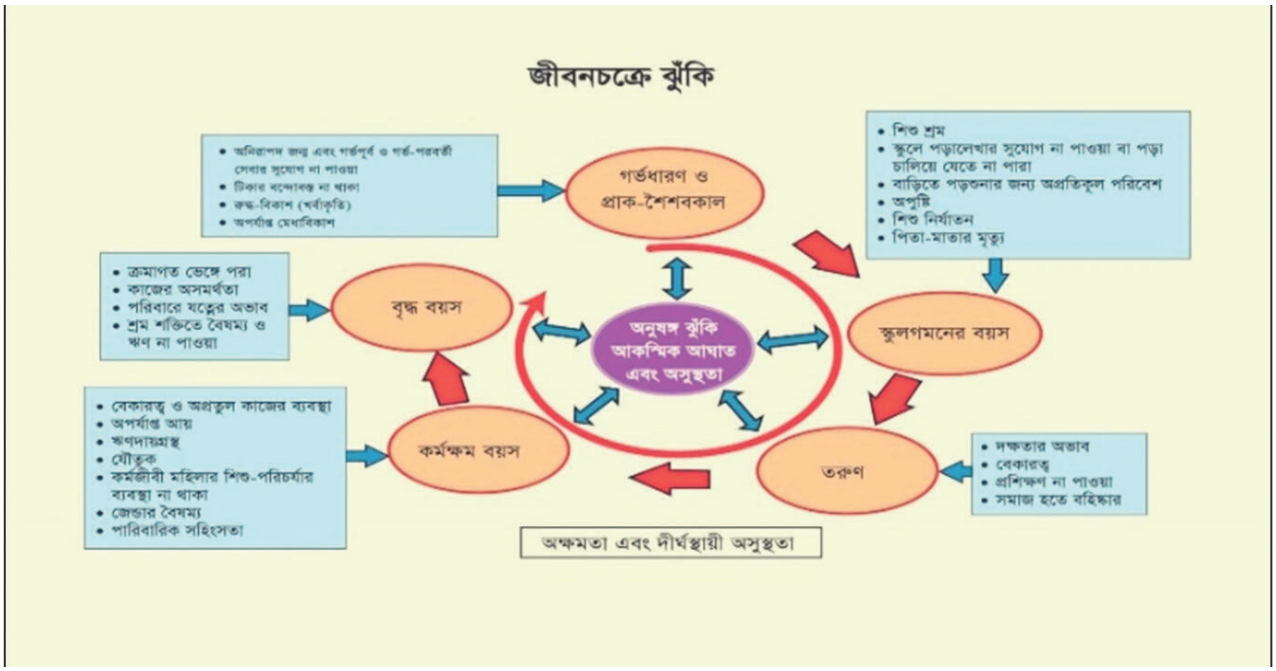

শিশুদের (0–৪ বছর) জন্য কর্মসুচি

দরিদ্র ও ঝুঁকি গ্রস্থ পরিবারের ৪ বছরের নিচের শিশুদের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে, শিশুদের জন্য অনুদান প্রতি পরিবারে অনধিক দুটি শিশু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতির ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে। অন্যদিকে, দরিদ্র ও ঝুঁকি গ্রস্থ পরিবারের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া, শিশুরা একইসাথে অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার জন্য যোগ্য হবে, যেমন, প্রতিবন্ধী সুবিধা, বিদ্যালয়ে খাদ্য সুবিধা, এতিমদের জন্য কর্মসূচি এবং আইনি সুরক্ষা, যাতে পরিত্যক্ত শিশুরা দায়িত্বপূর্ণ অভিভাবকদের নিকট থেকে আর্থিক সহয়তা পায়।

কর্ম–উপযোগী (১৫ – ৫৯ বয়সী) নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি

তরুণদের শিক্ষা সমাপ্ত ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করার জন্য শিক্ষা ও সক্ষমতা বিষয়ক কর্মসূচিগুলোকে শক্তিশালী করণ করা, যেমন স্বনির্ভর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ন্যাশনাল সার্ভিস, ইত্যাদি। অন্যদিকে, দরিদ্র বেকারদের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ ও বাস্তবায়ন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্যতম উপাদান ন্যাশনাল সোশ্যাল ইনসিওরেন্স স্কিম -এর অংশ হিসাবে বেকার, অসুস্থতা, মাতৃত্ব ও দুর্ঘটনা বীমা চালুর জন্য আইন প্রণয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কর্ম–উপযোগী (১৫ – ৫৯ বয়সী) নারীদের জন্য কর্মসূচি

ঝুঁকিগ্রস্থ নারীদের (বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, দুঃস্থ, একক মাতা, এবং বেকার একক নারীর) জন্য আর্থিক সহয়তা প্রদান এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করা। এ ছাড়া, কর্মে নিয়োজিত ঝুঁকিগ্রস্থ নারীদের বিশেষ সমস্যা বিবেচনায় রেখে কৌশলপত্রটি 'ঝুঁকিগ্রস্থ নারীদের সুবিধা কর্মসূচি' সংস্কার করে এর আওতায় একীভূত আয় হস্থান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সাথে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃক বাস্তবায়িত 'মেটারনেল হেল্থ ভাউচার স্কিম' কর্মসূচি সম্প্রসারিত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। শ্রম বাজারে নারীদের প্রবেশ সহজতর করতে বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রণয়ন ও নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে।

বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা

তিন স্তর বিশিষ্ট পেনশন ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম স্তরে, সরকারি কর্মচারীদের পেনশনের ব্যবস্থা আগের মতোই চলবে। দ্বিতীয় স্তরে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বেসরকারি খাতের সাথে যথাযথভাবে আলোচনা করে পরীক্ষানিরীক্ষাপূর্বক ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য কন্টিবুউটরি পেনশন কর্মসূচি চালুর সম্ভব্যতা যাচাই করে পরবর্তী সময়ে এর একটি নকশা প্রণয়ন করবে। তৃতীয় স্তরে, স্বেচ্ছাধীন পেনশন স্কিম – ব্যক্তিখাত দ্বারা পরিচালিত এমন একটি ব্যবস্থা (বিশেষত চাকুরিভিত্তিক) যাতে নাগরিকগণ তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ইছছা করলে বাধক্যে অতিরিক্ত সহায়তা পেতে পারেন। এই স্কিম পেশাভিত্তিক বিবেচনা করে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সকল প্রতিবন্ধী শিশুদের 'শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা' প্রদান করা; এবং ১৯-৫৯ বছর বয়সী তীব্র প্রতিবন্ধীত্বের শিকার সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতিবন্ধী সুবিধা প্রদান। ষাটোর্ধ প্রতিবন্ধীরা নাগরিক পেনশনের আওতাভুক্ত হবেন। এছাড়া, ন্যাশনাল সোশ্যাল ইনসিওরেন্স স্কিম পরিচালিত প্রতিবন্ধী পেনশন স্কিম, এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্কিমগুলোর সাথে সম্পূরক হিসাবে কাজ করবে। প্রতিবন্ধী ভাতা সাধারণ ভাতার অন্ততঃ আড়াইগুণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিশেষ উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি

কৌশলপত্রে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো হলো, ক্ষুদ্র কর্মসূচিগুলোকে একীভূত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে কিছু ক্ষুদ্র কর্মসূচিগুলো চলমান থাকবে, তবে সে বিষয়ে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদে আলোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পেশ করবে। দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে সকল কর্মসূচি আছে সেগুলোকে একটি স্কিমের অধীনে 'মুক্তিযোদ্ধা সুবিধা কর্মসূচি' হিসাবে একীভূত ও পরিচালিত করার কথা বলা আছে। এ ছাড়া, সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যেমন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত, হিজড়া, চা-বাগান শ্রমিক, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) জন্য বিশেষ কর্মসূচি চলবে, এবং প্রচলন করতে হবে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

মাজিক নিরাপত্তা খাতে অধিকতর ভালোমানের সেবা প্রদানের জন্য ক্রমান্বয়ে দুটি ধাপে প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ২০১৫-২০২৫ সময়কালে প্রারম্ভিক একত্রীকরণ ও সমন্বয় পর্যায়ে, বর্তমানে যে সকল মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, তাদেরকে পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টারে বিন্যাস করা হবে। প্রতিটি ক্লাস্টারের সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবে একটি সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলোর নকশা প্রণয়ন ও কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। ক্লাস্টারের থিমের সাথে বলিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে এমন একটি মন্ত্রণালয়ই ক্লাস্টার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

মোট পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টার গঠন করার বলা হয়েছে। এগুলো হলোঃ

০১

১) সামাজিক ভাতা - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এ বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয় / বিভাগ কাজ করবে;

০২

২) খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা - খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এ বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয় / বিভাগ কাজ করবে;

০৩

৩) সামাজিক বীমা - অর্থ মন্ত্রনালয়ের সমন্বয়ে (পেনশনের জন্য অর্থ বিভাগ এবং বেসরকারি পেনসন ও বীমার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ) অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এ বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয় / বিভাগ কাজ করবে;

০৪

৪) শ্রম ও জীবিকায়ন - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের সমন্বয়ে অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, অর্থ বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এ বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয় / বিভাগ কাজ করবে; এবং

০৫

৫) মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন - প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সমন্বয়ে অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ও এ বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয় / বিভাগ কাজ করবে।

৬. কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ভূমিকা

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ - উপরোক্ত ক্লাস্টারগুলোতে পর্যবেক্ষণকারী হিসাবে অংশগ্রহণ ছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করবে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ - এই বিভাগ দেশের সকল দরিদ্রদের তালিকা প্রণয়ন, সুবিধাভোগীদের তথ্যভাণ্ডার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করে অন্য সকল মন্ত্রণালয়গুলোকে সহায়তা করবে। সাম্প্রতিক এই বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রক্সি মিনস্ টেস্ট (পিএমটি) স্কোর কার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশ দারিদ্র্য ডাটাবেইজের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের সমন্বয়ে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্থ মানুষদের সনাক্ত করা হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ - এই বিভাগ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা, এবং অন্যান্য জাতীয় কৌশল পত্র প্রস্তুত, ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ‘কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে’ সাচিবিক / দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন তিনটি পর্যায়ে সম্পাদিত হবেঃ ১) প্রতিটি মন্ত্রণালয় / বিভাগ তাদের কর্মসূচিগুলোর নিজস্ব পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ২) কৌশলপত্রের অগ্রগতি প্রক্রিয়া বিষয়ে সামগ্রিক মূল্যায়নে আইএমইডি প্রতিটি কর্মসূচির ভৌত ও আর্থিক কার্যকলাপ পরিবীক্ষণ করবে; ৩) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভাব নির্ণয়ে সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ সমন্বিতভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের সার্বিক মূল্যায়ন করবে। এজন্য, একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কৌশল পত্রের আওতায় সকল কর্মসূচির ফলাফল এবং প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কৌশল পত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।
অর্থ বিভাগ - সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে আলোচনা করে সরকারী বরাদ্দে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট অনুমোদন ও নির্বাহ করবে, এবং আর্থিক সেবা প্রদান বিষয়ে তদারকি করবে। এছাড়া, সুবিধাভোগীদের কাছে সরাসরি (জি টু পি) ব্যাংক বা মোবাইল একাউন্টে টাকা প্রেরণ পদ্ধতির উন্নয়নসহ নিশ্চিত করবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ - সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণে সহায়তা, বিরোধ ও অভিযোগ সমাধানে সহায়তা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তাসহ প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে সহায়তা নিশ্চিত করবে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা – সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে উন্নয়ন সহযোগীদের আগ্রহকে স্বাগত জানানো হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর বিষয়ে সরকার অংশীদারিত্বের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করবে।

এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব – প্রয়োজন অনুসারে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা সেবাসমুহ প্রদানের ক্ষেত্রে কৌশল পত্রের কাঠামোর আওতায় এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব চলমান থাকবে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা – সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ও নির্ধারিত মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে দেশব্যাপী সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ সনাক্ত করবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সামাজিক নিরাপত্তা সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার – দ্বিতীয় ধাপ (২০২৬ – পরবর্তী) জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচি পদ্ধতি ও অন্যন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন – দ্বিতীয় ধাপে (সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০২৬ ও পরবর্তী) যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হবে, সেগুলো হচ্ছে, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন্থ সমাজ সেবা অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ করা হবে। এই বিভাগের আওতায় জীবনচক্রভিত্তিক যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করা হবে সেগুলো হবে, নাগরিক পেনশন, প্রতিবন্ধী সুবিধা, শিশুদের জন্য সুবিধা (এতিম শিশুদের কর্মসূচিসহ), ঝুঁকিগ্রস্থ নারীদের সুবিধা কর্মসূচি, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সুবিধা কর্মসূচি। অন্যদিকে, জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচির আওতা বহির্ভূত কর্মসূচিগুলো যেমন, পূর্ত কাজের কর্মসূচি, ওএমএস, দুর্যোগ মোকাবেলা স্কিম, ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৭.১ প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল - এর বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে মন্ত্রি পরিষদকে যথাসময়ে অবহিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রি পরিষদ সচিবকে আহ্বায়ক করে ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এ কমিটির ১৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ৩৯ টি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং তারা সর্বক্ষণ সচিবদের সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন।
- এছাড়া, সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ'কে সভাপতি করে পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সম্পর্কিত সকল গবেষণা, কৌশলপত্র, প্রস্তাবনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করে।
- সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাপতিত্বতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৫-২০২১ প্রথম পর্যায় তৈরি করা হয়, যা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করেছিল। এই কর্মপন্থায় ৩৯ টি মন্ত্রণালয় / বিভাগের সংস্কারের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।
- সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাপতিত্বতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১ – ২০২৬ ২য় পর্যায় তৈরি করা হয়েছে, যা মাননীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চুড়ান্তকরণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে । এই কর্মপন্থায় ৪০টি মন্ত্রণালয় / বিভাগের সংস্কারের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়া, কেন্দ্রীয় কমিটির আদলে, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা কমিটি তৈরি, ও কমিটির পুনর্গঠন করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগসমুহকে পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টার গঠনের যে রূপরেখা অনুযায়ী একটি পরিপত্র জারি ও ক্লাস্টারগুলো নিয়মিত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান করছে।
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ইউএনডিপি'র সঙ্গে যৌথ অংশিদারিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ যৌথভাবে 'সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম' নামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
- একইভাবে জাতিসংঘ শিশু তহবিল, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বিশ্ব ব্যাংক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মসূচি সংস্কারে কারিগরি সহায়তা প্রদানে এগিয়ে এসেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সরাসরি সামাজিক নিরাপত্তায় শিশুর পুষ্টি উন্নয়নে বাজেট সহায়তা হিসাবে ১৩০ মিলিয়ন ইউরো ও বিশ্ব ব্যাংক একই খাতে ৩০০ মিলিয়ন ডলার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল হচ্ছে একটি দশ বছর মেয়াদি (২০১৫-২৫) কৌশল এবং এ কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রথম মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন করা হয়েছে ২০১৯ সালের মধ্যভাগে। এতে সর্বমোট ৫০টি সূচকের মধ্যে ১৯ টি সূচক ভালভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং ১২ টি সূচক আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৪টি সূচকের ধীর অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। এ সময়, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সাপ্লিমেন্ট করার জন্য এসএসপিএস প্রোগ্রাম থেকে সামাজিক নিরাপত্তার জেন্ডার পলিসি, কৌশল, ও কর্মপন্থা, শহর সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও কর্মপন্থা, এবং এডভোকেসি ও কমিউনিকেশন কৌশল ও কর্মপন্থার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ·জাতীয় ভাবে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহ এবং প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হিজড়া এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের ক্ষমতায়ন, শহরায়ন এবং অভিঘাত প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম বিভিন্ন গবেষণা ও কর্মশালা করে যাচ্ছে।
- ·সন্মানিত সংসদ সদস্য, ৩৯ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব, ঊর্ধ্বতন ও সংশ্লিস্ট কর্মকর্তাসহ মাঠ পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারিদের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ওপর অবহিতকরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন একাডেমির ক্যারিকুলামে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ·সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইসিটি এবং এসআইডি (বিবিএস) কর্তৃক একটি সমন্বিত এমআইএস বা সিঙ্গেল রেজিস্টারি এমআইএস গঠনের প্রক্রিয়ায় এসএসপিএস প্রোগ্রাম থেকে একটি সম্ভব্যতা যাচাই গবেষণা এবং মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে পর্যালোচনা করে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে এর মূল উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছভাবে উপকারভগী নির্ধারণ, দ্বৈততা পরিহার, এবং ভাতা প্রাপ্ত উপকারভগীদের তালিকা সংরক্ষণ করা ও নিয়ম অনুযায়ী সময়মত নিয়মিত ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ পর্যন্ত, ৬টি মন্ত্রণালয় সামাজিক ভাতার ওপর তাদের অনলাইন ডাটাবেস তৈরির কাজ শুরু করেছে। এদিকে, জাতীয় গৃহস্থালী ডাটাবেস আপডেটের কাজ চলছে।
- ·ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি ভাতা সরাসরি উপকারভোগীদের (জিটুপি) একাউন্টে পৌঁছানোর জন্য উপযোগিতা গবেষণা, ও ভাতা প্রদানের নকশা প্রণয়ন এবং পাইলট সম্পন্ন হবার পর, সরকার সিধান্ত নিয়েছে যে, সকল সামাজিক ভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রেরণ করতে হবে। এতে সময় অপচয় কম হবে, দুর্নীতিমুক্ত ভাতা প্রদান সম্ভব হবে।
- ·সামাজিক ভাতা গ্রহীতাদের নির্বাচন শক্তিশালী করতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির প্রধানের নেতৃতে একটি আন্তঃমন্ত্রনালয় উপদেষ্টা বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় আছে।
- ·সামাজিক নিরাপত্তায় অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ করতে এসএসপিএস প্রোগ্রামের সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জেলা কতৃপক্ষকে সাথে নিয়ে সেকেন্ড জেনারেশন জিআরএস অনলাইন প্লাটফর্ম সফটওয়ার ওপর পাইলট সম্পন্ন হয়েছে।
- ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে সভাপতি করে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি কাজ করছে। একটি খসড়া পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের প্রথম মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন এসএসপিএস প্রোগ্রামের সহায়তায় উক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে।

৭.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংস্কারে অগ্রগতি

- ·শিশু ভাতা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন, পাইলট ও বাস্তবায়নে জাতিসংঘ শিশু তহবিল আগামির শিশু নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে। অন্যদিকে, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের সাথে এবং বিশ্ব ব্যাংক যত্ন নামে একটি প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে পাইলট করছে। যত্ন প্রকল্পটি বিবিএস-এর গৃহ উপাত্ত নিয়ে পিএমটি পদ্ধতিও পরীক্ষা করছে।
- ·মা এবং শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিতকল্পে পুর্বের দুটি কর্মসূচিকে একত্রিত করে মাদার এন্ড চাইল্ড বেনিফিট (এমসিবিপি) নামে একটি নতুন কর্মসুচি গৃহিত হয়েছে।
- ·প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃত্তিকে সর্বজনীন করা হয়েছে, এবং এতে প্রায় ১৫ মিলিয়ন শিশু উপকৃত হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য সংশোধিত বৃত্তি অনুমদিত হয়েছে।
- ·এতিম শিশুদের আওতা ১২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০৪টি দারিদ্র আওতাভুক্ত উপজেলায় বিদ্যালয়ে খাবার পাইলট চালু হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ স্কুল মীল পলিসি অনুমোদন করেছে। ২০২৩ থেকে সারা দেশে সকল সরকারি বিদ্যালয়ে শিশুদের দুপুরের খাবার দেওয়া সরকারি সিধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- ·শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগতমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (মহিলা ও পুরুষ) বাড়ানো হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বাড়াতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নতুন ২৭টি টিটিসি ও ৫টি আইএমটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে ৭৭টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটি কাজ করছে। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শক্তিশালী করতে চায়নার গুউংজু ইন্ডাস্ট্রি ও ট্রেড টেকনিক্যাল কলেজ এবং সিঙ্গাপুরের নান্ইয়াং পলিটেকনিক্যাল কলেজের সাথে সমঝোতা চুক্তি করা হয়েছে।
- ·Mother and Child Benefit Program এর আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১২ লক্ষ্য ৫৪ হাজার এ উন্নীত করা হয়েছে। কর্ম-বয়সীদের কর্মসূচি শক্তিশালী করতে এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে। বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, ও মাতৃত্বকালীন বীমা সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা যাচাই গবেষণার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। বেকারত্ব ও দুর্ঘটনা নিয়ে আরও একটি গবেষণা জাতিসংঘ শ্রম সংস্থা করতে যাচ্ছে। সামাজিক বীমা সম্পর্কিত পাইলট নকশা নিয়ে খুব শীঘ্রই আলোচনা শুরু করা হবে।
- ·দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা কর্মসূচিতে ভিজিডি'র আওতায় ভাতাভোগীদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার বাড়িয়ে ১০ লক্ষ্য ৪০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে।
- ·বিধবা, স্বামী নিগৃহীত, দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায় এবং ভাতাভোগীদের সংখ্যা বাড়িয়ে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে।স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাস্থবায়নাধীন 'স্বপ্ন প্রকল্প' পাইলট শেষে বর্তমানে ৬টি জেলায় দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে কাজের বিনিময়ে অর্থ ও প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- দেশের সকল পৌরসভায় কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মোট ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৩০০ জন দরিদ্র মা'কে এ ভাতার আওতায় আনা হয়েছে।

- ·সরকারি, বেসরকারি ও শ্রমঘন অফিসগুলোতে শিশুসেবা সুবিধা নিয়ে একটি প্রাথমিক জরিপ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে তাদের অধীনে ৯৪টি ডে কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সেন্টার প্রতিষ্ঠা তাদের পরিকল্পনায় আছে।
- ·বয়স্কভাতা ও পরিধি ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। বয়স্কদের ডিজিটাল ডাটাবেজ ও ডিজিটাল ভাতা প্রদান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে বাস্তবায়ন করছে। বয়স্ক ভাতাভোগীদের সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ১ হাজারে উন্নীত ও ভাতা ১০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা করা হয়েছে।
- ·সরকারি চাকুরি পেনশন প্রদানে শতভাগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী সবার জন্য পেনশন বাস্তবায়ন করতে অর্থ বিভাগ কাজ করছে।
- ·জাতীয় সামাজিক বীমা স্কিমের পলিসি (এনএসআইএস) বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিধান্ত অনুযায়ী সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের তত্ত্বাবধানে এসএসপিএস প্রোগ্রাম থেকে একটি সম্ভাব্যতা গবেষণা করা হয়েছে। এই গবেষণা সামাজিক বীমা পাইলটের নকশা করতে সাহায্য করবে।
- ·অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ টাকায় উন্নীত এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী নির্ণয়ের জন্য একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্প্রতি সকল প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ভাতার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদের এমআইএস তৈরি করা হয়েছে। নিউরো-ডেভেলাপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা তহবিল ৩৪ কোটি ২ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ·ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সেরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে (জনপ্রতি মাসিক প্রাথমিক ৭০০, মাধ্যমিক ৮০০, উচ্চ মাধ্যমিক ১০০০ এবং উচ্চতর ১২০০ টাকা হারে) উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, ৫০ বছর বা তদুর্ধ বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বিশেষ ভাতা জনপ্রতি মাসিক ৬০০ প্রদান করা হচ্ছে; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন করার কাজ চলছে।
- অনগ্রসর ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্কুলগামী অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে লক্ষ্যে ৪ স্তরে (জনপ্রতি মাসিক প্রাথমিক ৭০০, মাধ্যমিক ৮০০, উচ্চ মাধ্যমিক ১০০০ এবং উচ্চতর ১২০০ টাকা হারে) উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা জনপ্রতি মাসিক৫০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

- ·চা শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ১০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ·খাদ্য সাহায্য কর্মসূচিগুলোর মধ্য সমন্বয় করার সাথে খাদ্য মজুদ নীতির সাথেও সমন্বয় করতে হবে বলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসূচিগুলোর সমন্বয় করতে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের ডাটাবেজ হালনাগাদ করছে। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহতদের ভাতা বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১১৫টি সামাজিক কর্মসূচি চালু আছে, যা পূর্বের প্রায় ১৫০টি কর্মসূচি থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে দৃঢ় হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সরকারের ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে বর্তমান গণতান্ত্রিক জনবান্ধব সরকার দেশের আপামর নাগরিক বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, শিশু, মহিলা, শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য প্রতিবছর বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বছরওয়ারি বাজেট বরাদ্দ ২০০৮ – ২০২৩ সাল (কোটি টাকায়)

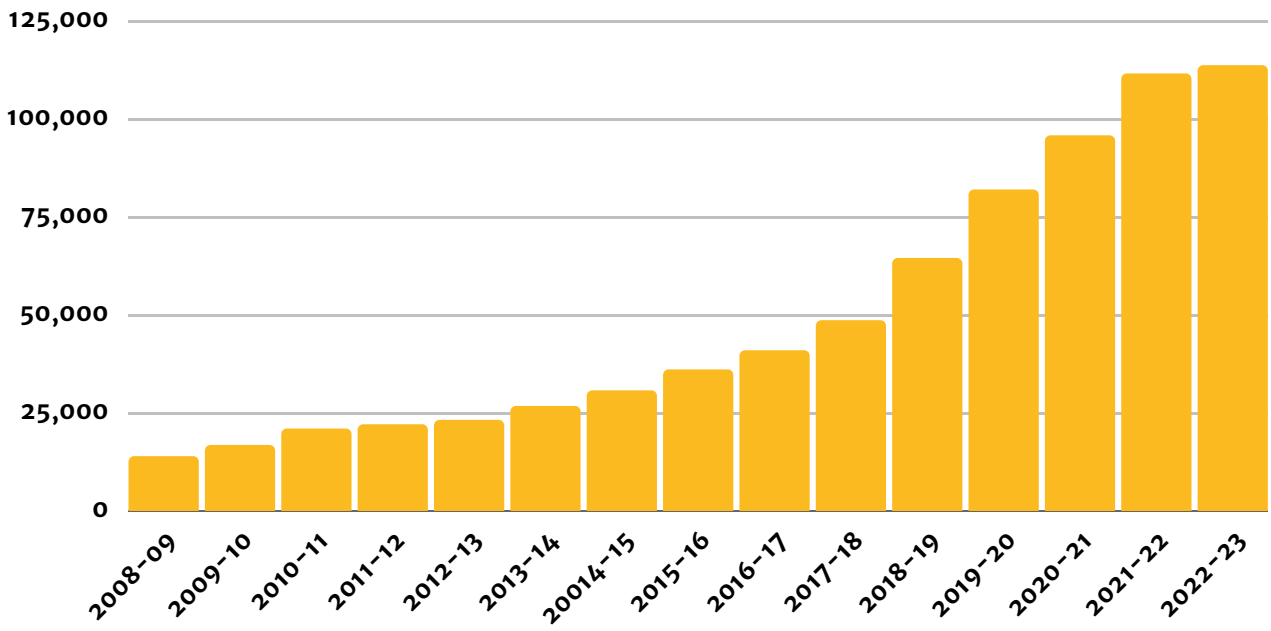

৮. করণীয়

শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ

০১

শিশু ও মাতৃত্ব ভাতা একীভূত করে একটি সমন্বিত সর্বজনীন মা ও শিশু ভাতা কর্মসূচি চালু করতে হবে। এ জন্য একটি পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তার ফলাফল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

০২

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বৃত্তি কর্মসূচির বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনার খসড়া পেশ ও অনুমোদন করতে হবে।

০৩

এতিমদের জন্য কর্মসূচির আওতা ও পরিধি ও গুণগতমান বাড়াতে হবে। এর সাথে সাথে সারাদেশ ব্যাপী স্কুলমিল কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

০৪

পরিত্যক্ত শিশুদের যত্ন নেওয়ার পলিসি, কৌশল, ও কর্মসূচি প্রণয়নে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

০৫

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কর্ম-উপযোগীদের কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ

০১

সকল কর্মসংস্থান কর্মসূচিগুলোর সমন্বয় করতে হবে। অকার্যকর কর্মসূচিগুলোকে ক্রমে বন্ধ করে দিতে হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন উপকমিটি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থপনা কমিটিতে উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

০২

সামাজিক বীমা বাস্তবায়নে ও এনএসআইএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পাইলট নকশা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো ও বীমা কোম্পানিদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে কারিগরি সহায়তার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে।

দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসূচিগুলো শক্তিশালীকরণ

০১

দুঃস্থ মহিলাদের ভাতার জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচি পাইলট করতে হবে। এজন্য একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

০২

মায়ের স্বাস্থ্য নিশ্চিত ও শিশু যত্ন কেন্দ্র দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে এ ব্যাপারে উপযোগিতা যাচাই গবেষণা ও প্রকল্প প্রণয়নে কাজ করতে পারে তার উদ্যোগ নিতে হবে।

বয়স্কদের জন্য সমন্বিত পেনশন ব্যবস্থা

০১

বয়স্ক ভাতা পাওয়ার যোগ্য বয়স পর্যালোচনা করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সবার জন্য ৬০ বছর এবং ৯০ বছরের বৃদ্ধদের জন্য বর্ধিত ভাতার কথা বলা থাকলেও, বর্তমানে মহিলাদের ৬২ ও পুরুষদের ৬৫ বছর বিবেচনায় নিয়ে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ৯০ বছর বয়সীদের কোনো বর্ধিত ভাতা দেওয়া হয় না।

০২

সরকারি পেনশন সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটে থাকবে কি না এটি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। অনেক দেশে এটিকে সামাজিক নিরাপত্তা আওতায় গণ্য করা হয়, যেমন ইন্দোনেশিয়া। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে এই ভাতার উপকারভোগীদের প্রায় ৯০ শতাংশ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, যারা এই পেনশন না পেলে দরিদ্রসীমার নিচে চলে যেতেন। তাই এটিকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

০৩

প্রাইভেট পেনশন পর পর তিনটি বাজেট ঘোষণায় থাকলেও, এ ব্যাপারে অগ্রগতি কম। বর্তমানে পেনশনকে সামাজিক বীমার আওতায় বিবেচনায় আনা হয় না। এ ব্যাপারে একটি গবেষণা করা হয়েছে বলে জানা যায়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা একটি সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা প্রণয়নে ও পাইলটে সহায়তা করতে পারে।

০৪

বাংলাদেশ সামাজিক বীমা ও এনএসআইএস বাস্তবায়নে পিছিয়ে আছে। একটি গবেষণা করা হয়েছে যাতে একটি রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। পাইলট নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি বীমা কোম্পানিদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পাইলট বাস্তবায়নে সরকারি অর্থায়ন প্রয়োজন পড়বে, এবং এ ব্যাপারে উপকমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ

০১

প্রতিবন্দীভেদে আয়ের একটি নির্ণায়ক মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী স্কিমগুলোর পরিবীক্ষণ শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শহর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

০১

শহরের দারিদ্র ও সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে এবং একটি খসড়া কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে, যা সামাজিক নিরাপত্তা সংশোধিত কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২৫ এ অন্তর্ভুক্ত হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর সমন্বয়

০১

খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কর্মসূচিগুলো সরকারের খাদ্য গুদামজাত নীতির সাথে সামঞ্জস্য নয়, সেগুলোকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বিশেষ ও ক্ষুদ্র কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয়

০১

যে সকল স্কিমগুলো জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর নয়, সেগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে বড় স্কিমের সাথে একীভূত করার ব্যবস্থা অথবা বন্ধ করে দিতে হবে। এছাড়া, একই ধরনের অনেক বড় স্কিম ও কর্মসূচি আছে যা একই মন্ত্রণালয় কিংবা অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির সাথে একই উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে, এমন কর্মসূচিগুলো নিয়ে উপকমিটিতে বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

০২

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী, ও দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা সম্পর্কিত স্কিমগুলো সর্বজনীন ও ভাতার পরিমাণ উন্নীত করতে বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে পাইলট প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তা আহ্বান করা যেতে পারে।

বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা কমিটির সভা

০১

বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভাগুলো নিয়মিত আয়োজনে সদস্য সচিব হিসাবে সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। এ ছাড়া, বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টারগুলোর সভাও নিয়মিত হয় না। এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

সিঙ্গেল রেজিস্টারি এমআইএস প্রতিষ্ঠা

০১

একটি সম্ভাব্যতা যাচাই গবেষণা করা হয়েছে। **একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।** তবে এই রেজিস্টারের সফলতা নির্ভর করে বিবিএস – এর জাতীয় গৃহ ডাটাবেস – এর ওপর। এটি ২০১৩-১৪ সাল থেকে শুরু করা হয়। তবে সম্প্রতি দেখা গেছে যে এ সকল ডাটা পুরনো হয়ে গেছে। নতুন প্রকল্পে ডাটা হালনাগাদ করার কাজ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার দরকার আছে।

উপকারভোগী নির্বাচন শক্তিশালীকরণ

০১

বিশ্ব ব্যাংক ও বিল ও মিলিন্দা গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এটুআই-এর সহায়তায় সমাজ সেবা দপ্তর ডিজিটাল উপকারভোগী নির্বাচন পাইলট করছে। এটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে।

জি২পি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি বাস্তবায়ন

০১

সকল ভাতা জি২পি ব্যবস্থায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত থাকলেও, বর্তমানে ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠী এই সুবিধার আওতায় ভাতা পেয়ে থাকেন। ইনক্লুশান ও এক্সক্লুশান এরর বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে একটি বাঁধা হিসাবে কাজ করছে। বিবিএস – এর গৃহ ডাটাবেস উপকারভোগীদের সহজে নির্ণয় করতে সাহায্য করলে এ ক্ষেত্রে শতভাগ উপকারভোগীদের উপাক্ত অনুযায়ী স্কিমভেদে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্ণয় করে জি২পি ব্যবস্থায় ভাতা প্রেরণ করা যেত, ইনক্লুশান ও এক্সক্লুশান এরর কম এবং অপচয়ও কম হতো।

অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

০১

প্রথম জেনারেশন অনলাইন প্লাটফর্মের উপযোগিতা যাচাই করে দ্বিতীয় জেনারেশন অনলাইন প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটির পাইলটের আপ-স্কেল করার দরকার। সাথে সাথে জনগণের মাঝে চাহিদা সৃষ্টির জন্য প্রচারণার প্রয়োজন আছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে এ ব্যাপারে প্রকল্প গ্রহণ করতে আহ্বান করা যেতে পারে।

গ্রন্থনায়

মোহাম্মদ খালেদ হাসান, যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মুর্শিদা শারমিন, উপসচিব, সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, উপসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোহাম্মদ মাহফুজুল বারী, এসএসপিএস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি

মুকুল হোসাইন, এসএসপিএস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি

আমিনুল আরিফিন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসএসপিএস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি

যোগাযোগ

সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
রুম ১২০৭, ১১ তলা,
সরকারি পরিবহনপুল ভবন,
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা,
বাংলাদেশ

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
রুম ৪ (নিচতলা),
ব্লক ১৩, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা,
বাংলাদেশ।

www.socialprotection.gov.bd
SSPS_BD
socialprotectionbd

বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং করণীয়